أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/O) www.motaher21.net

لِّوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ

"আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলে না কেন ?

" Why don't Allah talk to us?"

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ১১৮

وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন অথবা কোন নিশানী আমাদের কাছে আসে না কেন?এদের আগের লোকেরাও এমনি ধারা কথা বলতো। এদের সবার (আগের ও পরের পথভ্রষ্টদের) মানসিকতা একই।দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আমরা নিশানীসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

১১৮ নং আয়াতের তাফসীর:

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাফি ‘ ইবনে হুরাইমালা নামক একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললোঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি সত্যই মহান আল্লাহ্‌র রাসূল হোন তাহলে মহান আল্লাহ স্বয়ং আমাদেরকে তা বলেন না কেন? তবেই তো আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই।’ তখন ﴿ وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ﴾ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৫২) আবুল ‘আলিয়া (রহঃ), রাবী ‘ ইবনে আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আসলে এ আয়াতটি ছিলো মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে। এদের পূর্বে যারা ছিলো তারাও অনুরূপ কথা বলতো। তিনি বলেন যে, তারা হলো ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৫৩) ‘আরব মুশরিকরা আগেও যে কথা বলে আসছিলো তা মহান আল্লাহ্‌র ভাষায় এভাবে বলা হয়েছেঃ

﴿ وَ اِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِیَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴾

‘তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলেঃ মহান আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিলো, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না, রিসালাতের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন তা মহান আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন, এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (৬ নং সূরা আন ‘আম, আয়াত নং ১২৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا﴾

বলোঃ পবিত্র মহান আমার রাব্ব! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। (১৭ নং সূরা ইসরাহ, আয়াত নং ৯৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا﴾

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলেঃ আমাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? (২৫ নং সূরা ফুরকান, আয়াত নং ২১) অন্যত্র বর্ণিত আছেঃ ﴿بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾

বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। (৭৪ নং সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত নং ৫২) এসব আয়াত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, 'আরবের মুশরিকরা শুধুমাত্র অহঙ্কার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়েই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসব জিনিস চেয়েছিলো। এভাবে এ দাবীও মুশরিকদেরই ছিলো। তাদের পূর্বে আহলে কিতাবও এরকম বাজে প্রার্থনা জানিয়েছিলো। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً﴾

আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল করো, উপরন্ত তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিলো। তারা বলেছিলো, মহান আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করো। (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ১৫৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা আরো বলেনঃ ﴿ وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾

আর যখন তোমরা বলেছিলেঃ হে মূসা! আমরা মহান আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবো না। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ৫৫) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝ اَتَوَاصَوْا بِهٖ﴾

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছেঃ তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? (৫১ সূরা যারিয়াত, আয়াত নং ৫২-৫৩)

তারপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾ 'আমি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি যেগুলো দ্বারা রাসূলের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ঈমান আনয়নের জন্য এই নিদর্শনগুলোই যথেষ্ট। তবে যাদের অন্তরের ওপর মোহর রয়েছে তাদের জন্য কোন আয়াতই ফলদায়ক হবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ﴾

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির প্রত্যক্ষ করে। (১০ নং সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৯৬-৯৭)

তারা বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ নিজে তাদের সামনে এসে বলবেনঃ এই ধরো আমার কিতাব আর এ আমার বিধান, তোমরা এর অনুসারী হও। অথবা তাদেরকে এমন কোন নিশানী দেখানো হবে যা দেখে তারা নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করতে পারবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ যা কিছু বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলছেন।

অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা এর আগে পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরনের সংশয়, সন্দেহ, অভিযোগ ও প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিই সে করে চলছে।

"আল্লাহ নিজে এসে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? "---এ অভিযোগটি এতবেশী অর্থহীন ছিল যে, এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের নিশানী দেখানো হয় না কেন?---শুধুমাত্র এ প্রশ্নটির জবাব দেয়া হয়েছে। এর জবাবে বলা হয়েছে, নিশানী তো রয়েছে অসংখ্য কিন্তু যে ব্যক্তি মানতেই চায় না তাকে কোন্ নিশানীটা দেখানো যায়?

আহলে কিতাব ও অন্যান্য জাতির অজ্ঞ লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলে, তিনি যদি সত্যি রাসূল হন তাহলে আল্লাহ তা 'আলার সাথে আমাদেরকে কথা বলিয়ে দিক বা কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক।

তাদের এ অহেতুক দাবির কথা কুরআনের সূরা নিসা ১৫৩, সূরা আন 'আম ১২, সূরা ফুরকান ২১, সূরা ইসরা ৯০-৯৩, সূরা মুদ্দাসসির ৫২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের চাহিদানুযায়ী সব নিদর্শন দেখানোর পরও তারা কক্ষনো ঈমান আনবে না। আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙوَلَوْ جَاۤءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ)

"নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে, যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিক শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা ইউনুস ১০:৯৬-৯৭)

তাদের অন্তর পূর্ববর্তী কাফির-মুশরিকদের অন্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌاَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ)

“এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছেঃ তুমি তো এক জাদুকর অথবা উন্মাদ। তারা কি একে অপরকে এ উপদেশই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালঙঘনকারী সম্প্রদায়।” (সূরা যারিয়াত ৫১:৫২-৫৩)

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। তোমার কাজ সৎ বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা আর নাফরমানদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা। কে জাহান্নামে যাবে আর কে যাবে না সে বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১১৯

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا ۙ وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِیْمِ

(এর চাইতে বড় নিশানী আর কি হতে পারে যে) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য জ্ঞান সহকারে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে। যারা জাহান্নামের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে তাদের জন্য তুমি দায়ী নও এবং তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

১১৯ নং আয়াতের তাফসীর:

সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী দ্বারা উদ্দেশ্য

ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) এর একটি সূত্র উল্লেখ করে বলেন যে, بشير দ্বারা জান্নাতের সু-সংবাদ দাতা উদ্দেশ্য আর نذير দ্বারা জাহান্নামের প্রতি ভয় প্রদর্শনকারী উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ ﴿وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ﴾

‘(হে নবী)! জাহান্নামবাসী কাফেরদের সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে না।’ لا تُسْئلْ এর একটি কিরা’আত ما تُسْئل ও রয়েছে। ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) لن تُسْئلِ পড়তেন। অর্থ হবে তুমি কখনো জিজ্ঞাসিত হবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (১৩ নং সূরা রা‘দ, আয়াত নং ৪০) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۙ﴿۲۱﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (৮৮ নং সূরা গাশিয়াহ, আয়াত নং ২১-২২) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ﴾

তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের ওপর জবরদস্তকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করো কুর’আনের সাহায্যে। (৫০ নং সূরা কাফ, আয়াত নং ৪৫)

একটি কিরা’আতে لا تَسئل তথা ت বর্ণে যবর দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে হে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি জাহান্নামবাসী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না।

আয়াতটি অবতীর্ণের কারণ

মুহাম্মাদ ইবনে কা‘বুল কারাযী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদি আমি আমার পিতা মাতার কথা জানতে পারতাম! এরূপ কথা তিনি বারবার বললেন, ফলে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (হাদীসটি য‘ঈফ। তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক, ১/৭৮/১২৬, তাফসীরে ত্বাবারী- ১/৫৫৮/১৮৭৫) অতঃপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করেননি।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ এই যে, যাদের অবস্থা এরূপ খারাপ ও জঘন্য তাদের সম্বন্ধে যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহকে কোন কিছুই জিজ্ঞেস না করেন। তিনি বলেন আমরা তাযকিরাহ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছি যে, ‘মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর জনক জননীকে জীবিত করেন এবং তারা তাঁর ওপর ঈমান আনেন। সহীহ মুসলিমের যে হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ

إن أبي وأباك في النار ‘আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে রয়েছে’ এর উত্তরও কোথায় রয়েছে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতা- মাতাকে জীবিত করার হাদীসটি ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস ইত্যাদির মধ্যে নেই এবং এর ইসনাদও দুর্বল। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

ইবনে জারীর (রহঃ) একটি সূত্র উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার জিজ্ঞেস করেনঃ "أين أبواي؟" ‘আমার বাপ- মায়ের কবর কোথায় আছে।’ সেই সময় অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ হাদীসটিও পূর্বের হাদীসের মতোই মুরসাল। অবশ্য ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) এটা খণ্ডন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তার পিতা-মাতা সমন্ধে সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব। আর তিনি প্রথম কির ‘আতটিই সঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার ইমাম জারীর (রহঃ) এর ওপর বিস্মিত হচ্ছি যে, কি করে তিনি এটাকে অসম্ভব বললেন। সম্ভবত এ ঘটনা ঐ সময়ের হবে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তার পিতা- মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং এর পরিণাম সম্বন্ধে তিনি হয়তো অবহিত ছিলেন না। অতঃপর তিনি যখন তাদের অবস্থা জেনে নেন তখন তিনি এ কাজ হতে বিরত থাকেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং স্পষ্ট ভাবে বলে দেন যে তারা দু’ জনই জাহান্নামী। যেমন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে।

তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণনা

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) কে ‘আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তাওরাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলী ও প্রশংসা কি রয়েছে? তখন তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ! তাঁর যে গুণাবলী কুর’ আন মাজীদে রয়েছে, ঐগুলোই তাওরাতেও রয়েছে। তাওরাতে আছেঃ ‘হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং মুর্খদের রক্ষক করে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম ‘মুতাওয়াক্কিল’ তথা ভরসাকারী রেখেছি। তুমি কর্কশভাষীও নও, তোমার হৃদয় কঠোরও নয়। তুমি দুশ্চরিত্রবানও নও। তুমি বাজারে ও গঞ্জে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীও নও। তিনি মন্দের বিনিময়ে মন্দ করেন না। বরং ক্ষমা করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া হতে উঠাবেন না যে পর্যন্ত তিনি বক্র ধর্মকে তাঁর দ্বারা সরল সোজা না করেন, মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করে না নেয়, অন্ধ চক্ষু খুলে না যায়, তাদের বধির কর্ণ শুনতে না থাকে এবং মরিচা ধরা অন্তর পরিস্কার হয়ে না যায়।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৪/২১২৫, ৮/৪৮৩৮, মুসনাদ আহমাদ ২/১৭৪/৬৬২২, ফাতহুল বারী ৪/৪০২) ইমাম বুখারী (রহঃ) একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ অন্যান্য নিশানী আর কি দেখবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল নিশানী। তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বের অবস্থা, যে দেশের ও জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হন ও চল্লিশ বছর জীবন যাপন করেন

তারপর নবুওয়াত লাভ করে মহান ও বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পাদন করেন---এসব কিছুই এমন একটি উজ্জ্বল নিশানী হিসেবে চিহ্নিত যে, এরপরে আর কোন নিশানীর প্রয়োজনই হয় না।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যারা ঈমান আনার নয় তাদেরকে শত নিদর্শন দেখালেও ঈমান আনবে না।

২. মু' মিনদের কাজ মানুষকে আল্লাহ তা 'আলার দিকে আহ্বান করা, হিদায়াত দেয়া নয়। কারণ হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা 'আলা।

৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা 'আলার পথে একজন আহ্বানকারী মাত্র। কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে সে দায়িত্ব তাঁর নয়।